জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক।
নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই চৈত্র বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 28th Mar. 1956 | ৪৪শ সংখ্যা

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়
রঘুনাথগঞ্জ কাপড়েপটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর
ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখান দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে "বসন্ত চিকিৎসা" মূল্য মাত্র আট আনা।

হ্যানিম্যান হল
খাগড়া মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

মার্জ্জারের নূতন থাবা

"তোরই শিল তোরই নোড়া তোরই ভাঙবো দাঁতের গোড়া"

—•—

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিতে বিহার প্রবাসী বাঙ্গালীদের লাভ হইবে এই আশায় যাঁহারা বুক বাঁধিতেছেন, দিল্লীর নূতন সংবাদে তাঁহারা হতাশ হইবেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের যে নয়া স্কীম হইতেছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মধুপুর, শিমুলতলা, দেওঘর প্রভৃতি সহরে বাঙ্গালীদের যে সব বাড়ী অনেক জমি সহ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেগুলি দখল করিয়া সেখানে উদ্বাস্তু বসানো হইবে। বাঙ্গালীরা এই সব বাড়ী বারোমাস বসবাসের জন্য তৈরী করেন নাই। এগুলি স্বাস্থ্যকর স্থান। পূজার ছুটি প্রভৃতিতে সেখানে গিয়া একটু নিশ্চিন্তে অবকাশ যাপনের আশাতেই প্রধানতঃ এই বাড়ীগুলি তৈরী হইয়াছে। আজকাল প্রাদেশিক মনোভাব বিহারে যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহার ফলে এই সব বাড়ী ব্যবহার প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ট্যাক্স বৃদ্ধি, হয়রাণি, চোর-ডাকাতের উপদ্রব, প্রতিকার-লাভে অসামর্থ্য প্রভৃতি কারণে আজকাল অনেকেই ঐ সব বাড়ীতে যাইতে চান না। উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ এত অসুবিধাজনক এবং ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেকের বাড়ী প্রায় অব্যবহার্য্যরূপে পড়িয়া থাকিতেছে। অথচ ইঁহারা ঐ সব স্থানে বসবাস করিবার ফলে স্থানীয় উন্নতি অনেক দিক দিয়া হইয়াছে। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি হইলে এই অসুবিধাগুলি দূর হইবে এবং আবার ঐ বাংলা বাড়ীতে গিয়া বাস করা যাইবে বলিয়া যাঁহারা হইয়া সং— প্রস্তাব সমর্থন করিতে নামিয়াছিলেন, দিল্লীর সংবাদ তাঁহাদের হতাশ করিবে তাহাতে ভুল নাই।

একা বিহারে নয়, সঙ্গতিপন্ন বহু বাঙালী গৃহস্থ নানা স্বাস্থ্যকর প্রদেশে এই প্রকার ঘর বাড়ী নিজেদের এবং স্বজনগণের স্বাস্থ্যহানি হইলে, তথায় নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সমস্ত স্বাস্থ্যনিবাস যদি জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া "গরু মারিয়া জুতো দানের" ব্যবস্থা করা হয় তাহা বাঙালীর পক্ষে খুব সুবিচার করার প্রমাণরূপে সরকারের গৌরব ঘোষণা করিবে।

—

কাব্যে গণিত

(শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত)

বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী শুভঙ্কর দাস নামক কায়স্থ সন্তান, ইনি নিত্য ব্যবহার্য্য অঙ্ক সমুদয় সমাধান করিবার সহজ সহজ সঙ্কেত কবিতায় রচনা করিয়া বাঙালী জনসাধারণের অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছিলেন। নিত্য বাজার হিসাব হইতে শুরু করিয়া দেশের সেটেলমেণ্ট জরিপের আর্য্যা রচনা করিয়া গণিতের মত নীরস বিষয়কে সরস করিয়া গিয়াছেন। আমরা যত দূর জানি তাহাতে এক বাংলা দেশ ছাড়া অন্য কোথাও কাব্যে অঙ্কশাস্ত্র রচিত হয় নাই।

জরিপ বা সেটেলমেণ্টে জমির মাপ আর বিঘায় বা কাঠায় হয় না। বর্ত্তমানে একর, ডেসিম্যাল প্রভৃতি মাপ প্রচলিত হইয়াছে, সেইজন্য শুভঙ্কর দাসের কাঠাকালি বিঘাকালির আর প্রয়োজন নাই। বাজারে মণ, সের, ছটাক প্রভৃতি ওজন প্রচলিত আছে বলিয়া বাজারে মুদী পসারীরা এখনও মুখে মুখে স্বর্গীয় শুভঙ্কর দাসের রচিত সঙ্কেত অনুসারেই হিসাব করিয়া থাকেন। গণিতজ্ঞ বাবুরা ত্রৈরাশিক নিয়ম অনুসারে হিসাব করিবার অনেক আগেই একজন নিরক্ষর দোকানদার মুখে মুখে দাম ঠিক করিয়া বাবুদের চমক লাগাইয়া দেন। বিদ্যালয়ে কিন্তু শুভঙ্কর দাসের বোধ হয় প্রবেশ নিষেধ হইয়াছে। শুভঙ্কর দাসের সের কষা মণ কষার আর্য্যাকে আরও একটু সরল করিয়া আমি মাসিক ৬৲ ছয় টাকা আয়ের পন্থা করিয়া অন্নের তণ্ডুলের সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ব্যাপারটা বলি শুনুন—

জঙ্গিপুর কলেজের "লজিক" এর অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় মধুসূদন সরকার মহাশয় জঙ্গিপুর মহকুমার স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন। আমি আমার স্বগ্রাম দফরপুরে যেন কেহ নিরক্ষর পুরুষ না থাকে এই উদ্দেশ্যে কৃষক ও রাখালদের রাত্রিকালে আমার বাড়ীতে পড়াইতে আরম্ভ করি। মধুসূদন বাবু জমিদারদের বাড়ীতে অবস্থিত পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া শুনিলেন যে আমি কৃষক ও গরুচরা রাখালদের লইয়া রাত্রিতে পড়াই। তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন—যদি আপনার ছাত্রদের মাঠে হইতে ডাকিয়া আনিতে পারেন, আমি তাহাদের পরীক্ষা করি এবং আপনার নাইট স্কুলের মাসিক ৬৲ টাকা 'এড্' মঞ্জুর করিয়া দিই। যে কয়টি ছাত্র পাইলাম, তাহাদের ডাকিয়া আনিলাম—মধু বাবু তাহাদের শ্রুতিলিখন দিয়া হাতের লেখা দেখিলেন। তিনি ছাত্রদের (১০ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর তাদের বয়স) জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা রেশমের পোকা পালন কর তো? তাহারা স্বীকার করিলে প্রথম ছাত্রকে প্রশ্ন করিলেন ৮৩৲ টাকা গুটির মণ হইলে এক সেরের দাম কত? সে এক মিনিটেই উত্তর দিল ২/৪ গণ্ডা। এই সময়ে ইন্সপেক্টর বাবুকে জমিদার বাবুর বাড়ীতে আহারের জন্য ডাকিলেন। তিনি আহারের পর আবার পরীক্ষা করিবেন বলিয়া ছাত্রেরা অপেক্ষা করিতে লাগিল, ছোট ছোট রাখালরা গরু ফেলিয়া আসিয়াছে বলিয়া চলিয়া গেল।

এই সময়ে কৃষাণদের লইয়া আমি মণ কষার আর্য্যা একটু সরল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। শুভঙ্কর দাসের আর্য্যায় আছে—

মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সের প্রতি ধর।

যত টাকা মণ হইবে তাকে ৮ দিয়ে গুণ ক'রে তাকে আনা ক'রে, টাকা ক'রে উত্তর দিতে হবে। ইহা একটু সময় সাপেক্ষ। আমি তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডাকে, হাজার তঙ্কা প্রতি হিসাব করিয়া আর্য্যাকে বড় করিলাম—

হাজারে পঁচিশ টাকা
শ-এতে আড়াই,
যত দশ টাকা
তত সিকা ধর ভাই।

খুচরা টাকা প্রতি
আট গণ্ডা ধরি লবে,
তা হ'লে সেরের দাম
বলিতে পারিবে।

ইন্সপেক্টর বাবু এবার এসে জিজ্ঞাসা করিলেন—৯৫৲ টাকা মণ তো সেরের দাম কত?

আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিন হাজার চার হাজার কি আরও বেশী জিজ্ঞাসা করুন। ওরা ঠিক বল্‌বে। উনি ৫৭১২৲ টাকা মণ দরে সেরের দাম চাইলেন। আমার আর্য্যা—

হাজারে পঁচিশ টাকা
পাঁচ হাজারে—১২৫৲
শ-এতে আড়াই
সাতশোতে—১৭॥০
যত দশ টাকা তত সিকা
দশ টাকায়—।০
খুচরো টাকায় ৮ ৴১৬

১৪২৸১৬

ইন্সপেক্টর বাবু ওদের জিজ্ঞাসা ক'রেই ৫৭১২৲ টাকাকে ৪০ দিয়ে ভাগ করছেন। ওঁকে তো দেখতে হবে ছাত্রেরা ঠিক বলেছে কি না। ওঁর হবার আগেই ছাত্রেরা ব'লে ফেলেছে ১৪২৸১৬ উনি মাসিক ৬৲ টাকা সাহায্য করার ব্যবস্থা ক'রে গেলেন আর ব'লে গেলেন ৩৲ তেই তেল আর ওদের তামাক হবে আপনার ৩৲ টাকা থাকবে। আমি ছাত্রদের কাঠাকালি, বিঘাকালি, জমাবন্দী, সের কষা, মণ কষা, মাস মাহিনা, বৎসর মাহিনা সব শিখিয়েছিলাম। আজও কোন কোন ছাত্র বেঁচে আছে।

স্কুল ফাইন্যাল এর অঙ্কের প্রশ্ন যিনি করেছেন তাঁর জন্য বিনা দোষে কলঙ্কিত হ'তে হ'লো এড্‌মিনিষ্ট্রেটর বাবুকে। ছেলেগুলো শুধু শুধু আজও কি হবে কি হবে ভাবছে। যা হয় শীঘ্র শীঘ্র ব্যবস্থা করা উচিত। এমন প্রশ্নকর্ত্তাদের বাদ দেওয়া উচিত। এই বা কি নিয়ম? পড়ানো হবে বাংলায়, প্রশ্ন হবে ইংরাজীতে!

তোরা কে কে যাবি আয়!

বাংলা ভাষার তরে জীবন
দিতে পারে পাকিস্থান!
আমরা কি তা পারবো না ভাই,
এমনি মায়ের কু-সন্তান!

বিজ্ঞাপন

আমি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আমার জেষ্ঠতাত পুত্র শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষালের নামে একখানা আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার স্বার্থের প্রভূত হানি হইয়াছে। এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে উক্ত আমমোক্তারনামা আমি নাকচ, রদ ও বাতিল করিলাম। শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষাল আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে বা আমার পক্ষে কোন কার্য্য করিতে পারিবে না ও তাহার কোন কার্য্য দ্বারা আমি বাধ্য হইব না। ১৯।৩।৫৬

শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষাল।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৮ই এপ্রেল ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৩৪৩ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেং প্রফুল্লকুমারী দেবী দাবি ২৯॥০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে সেরপুর ১॥৪॥০ কাঠার কাত ৪॥৵১৫ আঃ ৫০৲ খং ১৫২

৩৪৪ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিং দেং ক্ষুদিরাম মুখোপাধ্যায় দাবি ২৩৸৴৩ মৌজাদি ঐ ৩২ শতকের কাত ৪৵৯ আঃ ৫০৲ খং ১৯৭

পরলোকগমন—গত ৯ই চৈত্র শুক্রবার সাগরদীঘি থানার তাঁতিবিরল গ্রাম নিবাসী রামব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পক্ষাঘাত রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি সদালাপী, নিরহঙ্কারী ও অতিথিবৎসল ব্যক্তি ছিলেন। কৃষি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশা[illegible] কামনা করিতেছি।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:-।

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।